পোশাক কারিগরদের সুদিন কি আসন্ন?

কাপড়ের উপর সুতোর কাজ চলছে। (ডানদিকে) এমব্রয়ডারির কাজ করছেন কারিগর

পোশাকে সুতোর কাজ বা ব্লক প্রিন্ট করেন যাঁরা, সেই সব কারিগরদের এক ছাতার তলায় আনতে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল সম্প্রতি। কিন্তু যাঁদের নিয়ে আলোচনা তাঁদের প্রতিনিধি সেখানে অনুপস্থিত কেন? প্রশ্ন তুললেন দেবলীনা ঘোষ।

আপনি কি কেতাদুরস্ত দামি পোশাক কিনেছেন এর মধ্যে? আমাদের বেশিরভাগেরই উত্তর হবে 'না'। কারণ করোনার পর ফ্যাশনেবল পোশাক কেনা আমাদের অনেকের কাছেই বিলাসিতা। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, আমরা কেনা বন্ধ করে দিলে এই পোশাক তৈরির কারিগররা যাবেন কোথায়? না না, বড় দোকান বা ফ্যাশন ডিজাইনারদের কথা বলছি না। কথা হচ্ছে করিগরদের। যাঁরা সুতোর কাজ করেন আপনার সাধের পোশাকে। তাঁতিদের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। কিন্তু কারিগরদের জন্য আপাতত নেই কিছুই।

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বেঙ্গল ফ্যাশন হেরিটেজের তরফ থেকে এ বার তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হল এমব্রয়ডারি কাউন্সিল গঠনের। 'আমাদের এখানে তাঁতিদের জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়। কেন্দ্র, রাজ্য দু'তরফেই। কিন্তু সুতোর কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের জন্য কোনও সংগঠন নেই। আমরা চাইছি সব কারিগররা যাতে এক ছাতার তলায় এসে কাজ করতে পারেন। নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন', বক্তব্য বেঙ্গল ফ্যাশন হেরিটেজের সভাপতি ডাক্তার রূপালী বসুর। কাঁথা, আরি, জরদৌসি, ব্লক প্রিন্ট সহ সব শিল্পীদেরই সামিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই উদ্যোগে। আর তাতে সাহায্য করছেন বেশ কিছু ফ্যাশন ডিজাইনার।

পাশাপাশি, এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে ব্যবসা বাড়ানো যায়? ক্রেতারা কী ভাবছেন? ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কী ভাবে আসা সম্ভব—বেঙ্গল ফ্যাশন হেরিটেজ ডিজাইনারদের সাহায্য করতে চলেছে এই উদ্যোগ গুলোতেও। 'আমাদের সঙ্গে অনেক ডিজাইনার আর ডিজাইনিং হাউজ যুক্ত হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা আরও অনেককে যুক্ত করতে পারব। তাঁদের সাহায্য করতে পারব ব্যবসা বাড়াতে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আমাদের কাছে শুধু লিখিত আবেদন পাঠাতে হবে', বলছেন রূপালী।

অভিষেক রায়, মালিকা বর্মা, প্রণয় বৈদ্য, বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস, আদর্শ মাখারিয়ার মতো অনেক ডিজাইনার, ডিজাইনিং হাউজের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনায়। কিন্তু যাঁদের দুরাবস্থা দূর করতে এই উদ্যোগ, সেই কারিগরদের তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধিকে পাওয়া গেল না সেখানে।

মেহরুন বেগম এমব্রয়ডারি করেন। বাড়ি হাওড়ায়। আলম শেখ করেন ব্লক প্রিন্টিংয়ের কাজ। থাকেন শ্রীরামপুরে। এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন করতে দু'জনেরই উত্তর মোটামুটি এক। 'এ রকম কোনও সংগঠন হলে খুব ভালো হয়। তবে প্রত্যেক সুতোর কাজ আলাদা। সেই সব কারিগরদের সমস্যাও আলাদা। সেটা মাথায় রাখা প্রয়োজন', বলছেন মেহরুন। আর

আলমের মতে এমব্রয়ডারি আর ব্লক প্রিন্ট সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তাই এক ছাতার তলায় সবাইকে কী ভাবে আনা সম্ভব এখনও বুঝতে পারছেন না তিনি। তবে এ রকম কিছু হলে উপকার হবে তাঁদের, সে কথা অবশ্য মেনে নিলেন এক বাক্যে।

করোনার পর থেকে অনেক কিছু খুইয়েছেন এই কারিগররা। এই উদ্যোগ যদি তাঁদের জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি বয়ে আনে তবে মন্দ কী?